যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

Date: 01.04.2018 Page: 13

পার্পল রাইস

কৃষিবিদ এম. আব্দুল মোমিন

ছবিদেখে মনে হতে পারে ফটোশপ করা ধানক্ষেত বা দূর থেকে দেখে মনে হবেধানের ক্ষেতে বুঝি কোনো রোগ লেগেছে অথবা পোকার আক্রমণে সারাক্ষেতের ধান বেগুনি হয়ে গেছে। আসলে এর কোনটিই নয়। এটি এমন একটি ধানের জাত, যার পাতার রঙটাই বেগুনি। শুধু কি পাতার রঙ, ধানের ও চালের রঙও বেগুনী বা পার্পল হতে পারে। তাই কৃষকদের কাছে এখন পর্যন্ত এই ধানের পরিচিতি বেগুনি রঙের ধান বা পার্পল রাইস। সব থেকে বড় কথা এটা বিদেশি কোনো জাত নয়, আমাদের দেশি ধানের জার্মপ্লাজম।

কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার মনাগ্রামের কৃষক মঞ্জুর হোসেন এলাকায় পাম মঞ্জুর নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ওই এলাকার একজন সফল কৃষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেও তিনি কোনো চাকরির ধার ধারেননি। কৃষিকেই পেশা হিসেবেগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতে পাম চাষ করে পাম ফল হতে তেল উৎপাদন করেন। এ ছাড়া নিজস্ব মেশিনে সরিষার তেল ও খৈল উৎপাদন করেন। তার রয়েছে মাছের এবং গরুর খামার। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে নানা ফসল ও ফলের জাত সংগ্রহ করে নিজের বাগানে চাষ করাই তার শখ। সে শখের বশেই চলতি বোরো মৌসুমে ৪ (চার) শতাংশ জমিতে করেছেন পার্পল ধানের চাষ।

তার ভাষ্য মতে, গত বোরো মৌসুমে সুন্দরবন যাওয়ার পথে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার একটি জমিতে বেগুনি রঙের কিছু ধান গাছ দেখতে পান। জিনিসটা কি ছিল তা ভাবতে ভাবতেই বিশ কিলোমিটার চলে যান। কিন্তু কৌতূহল দমাতে না পেরে সেখানে বাস থেকে নেমে ফিরে আসেন এবং খুঁজে বের করেন জমির মালিক কৃষক লাল মিয়াকে। লাল মিয়ার কাছ থেকে জানতে পারেন আগের বছর তার বোরো ধানের ক্ষেতে কয়েকগুছি বেগুনি ধানের গাছ দেখতে পান। কিন্তু বীজগুলো কোথা থেকে এলো তা তিনি জানতেন না। ধান কাটার পর তিনি বীজগুলো আলাদা করে সংগ্রহ করেন এবং গত বছর

ছবি: মো. জহিরুল ইসলাম

সে বীজ দিয়ে সামান্য জায়গায় চাষ করেন। তিনি জানান, তার কাছে আর কোনো বীজ নেই। কৌতূহলী মঞ্জুর হোসেন এতে দমে যাননি। বরং ১০০০ টাকা অগ্রীম বুকিং দিয়ে আসেন কুরিয়ারে কিছু বীজ পাওয়ার আশায়। অবশেষে তিনি কুরিয়ারে ২৫০ গ্রাম বীজ হাতে পান।

স্থানীয় ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ছালেকুর রহমান শামীমের পরামর্শ মোতাবেক তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে পেট্রিডিসে অঙ্কুরোদ্গম করে তারপর বীজতলায় ফেলেন। পরে ৪০ (চল্লিশ) দিন বয়সের চারা প্রতি গুছিতে একটি করে দিয়ে ৪০ শতাংশ জমিতে রোপণ করেন। বর্তমানে চারার বয়স ১১৪ দিন। প্রতি গুছিতে ১০-১৪টি কুশি রয়েছে। গাছের উচ্চতা ৮০ সে.মি.। গাছ থোড় অবস্থায় (Booting stage) আছে। ধান গাছগুলো গাঢ় বেগুনি রঙের। কিন্তু কচি পাতাগুলো সবুজ রঙের যা পর্যায়ক্রমে পার্পল রং ধারণ করে। এই কৃষক জানান, তিনি প্রথমে বিষয়টি কাউকে জানাতে চাননি। এ বছর সফলভাবেবীজ উৎপাদন করে পরেরবার সবাইকে জানানোর ইচ্ছা ছিল তার। তবে একটি পত্রিকায় তার এই ব্যতিক্রমী ধানক্ষেতের ছবিও খবর ছাপা হলে বিষয়টি সবার নজরে চলে আসে। তিনি জানান, তার পার্পল ধানের জমিটি এখন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ব্রির বিশেষ পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

সম্প্রতি কৃষক মঞ্জুর হোসেনের পার্পল রাইসের জমিটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ব্রির বিজ্ঞানীরা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন দলে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. জাহেদুল হক, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্যান) তারিক মাহমুদুল ইসলাম, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ছালেকুর রহমান শমীম ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবদুল মোতালেব। তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের অবস্থা বিবেচনায় ধানটির জীবনকাল কম-বেশি ১৫৫ দিন এবং ফলনআনুমানিক শতাংশে ২০ কেজি (৪-৫ টন/হেক্টর) হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন চালের রং বেগুনি হলে ধানটি উচ্চমূল্যের হবে। তবেকৃষক মঞ্জুর জানান, সংগ্রহকালীন সময়ে চালের রং অন্যান্য উফশী জাতের মতোই দেখেছেন। তাই সমস্ত বিষয় জানতে ধান কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, মঞ্জুর হোসেন সাতক্ষীরার যে কৃষকের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলেন সে কৃষকের নিজের জন্য সংরক্ষিত বীজ ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে বলে জানান। তিনি পুনরায় মঞ্জুর হোসেনের কাছ থেকে বীজ পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।